জলপোকা

জলের বৃত্তে ঘোরে ছোট্ট জল পোকা
এক চত্র দুই চত্র দশ চত্র ঘোরে
জলের বুকে বৃত্ত এঁকে জলেই তার ঘোরা
দিনরাত্রি জড়িয়ে রাখে জলের ঘূর্ণিপাকে
কিন্তু যদি একলা হয় হঠাৎ সেও শোনে
অন্য এক বৃত্ত তাকে নিরন্তর ডাকে।

পাতা ঝরার কবিতা

জীবন ঊর্দ্ধ অধঃ এ জীবন জীবনে আগে ও পরে
একটি পাতাই ঝরে যায় শুধু একটি পাতাই ঝরে।

একটি পাতাই ছুঁয়ে, রোদে একটিই ঝলসায়
একটি পাতাই গাঁয়ে ও গঞ্জে বাতাসের পিছু ধায়।

জেগে ওঠে রোজ মুছে যায় তবু সমুদ্রতটরেখা
সারাদিনমান এবং রাত্রি একটি পাতায় লেখা।

লেখা হয় আর আঁকা হয় শুধু দুঃখের এক নদী
একটি পাতাই নৌকোর মতো ভেসে চলে নিরবধি।
পথের ভিতরে পথ বয়ে যায় হাওয়া ওঠে প্রান্তরে
কাঁপে যৌবন এবং কোথাও অবিরাম পাতা ঝরে।

কবিজন্ম

অষ্টোত্তর শতনাম
অষ্টপ্রহর ধরে লিখিলাম।

লিখিলাম কচিপাতা ঘাসফুল লিখিলাম সোঁদাগন্ধ মাটি
মাছরাঙা পাখি লিখিলাম সন্ধ্যা আলোছায়া
নিরালয় প্রেম লিখিলাম লিখিলাম রাধিকার মন
বয়ঃসন্ধি লিখিলাম লিখিলাম নিষিদ্ধ গোপন।

পাতার অপর পৃষ্ঠে লিখি বায়ু লিখি শূন্য প্রাণ
কখনো অঙ্কুর লিখি লিখি বাজ লিখি শস্য জল
প্রান্তরের বৃক্ষ লিখি আকাশের বক্ষে লিখি তারা
কাননে কুসুম লিখি সাগরের মধ্যে লিখি দ্বীপ
ঘ্রাণেতে চন্দন লিখি দৃষ্টিতে লিখি সূর্যোদয়
শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ লিখি করতলে কিশোরী হৃদয়।

জন্মমাত্র কে ধরালো অভিশপ্ত অমোঘ লেখনী
জন্মমাত্র কে বলেছে যা লিখিবে সত্য হবে তাই
কপাল চিরিয়া কেবা লিখে দিল দুঃখের লিখন
পান করিবার তরে গণ্ডুষে ভরি দিল বিষ?

কে দিল লেখার পাতা তরঙ্গ এবং জলরাশি
কে দিল লেখার পাতা বালি বালি সমুদ্র সৈকত
কে দিল লেখার পাতা উত্তুঙ্গ শিখরে শিখরে
কে দিল লেখার পাতা দুঃখী মন আনন্দিত মন?

সেই কবে যাত্রা করেছি অন্তহীন আকাশ ভ্রমণে
প্রথম দিনের সূর্য আর আমি অভিশপ্ত প্রাণ
ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে যুগে যুগে শ্লোক লিখে যাই
যেখানেই রক্ত ঝরে তৎক্ষণাৎ অশ্রু পাঠাই।

নীলোৎপল গুপ্ত

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com